সংবাদ

তারিখ ... 19 JUL 2013
পৃষ্ঠা ...

সমস্যা জর্জরিত জবিতে চালু হচ্ছে আরও তিনটি নতুন বিভাগ

মুশফের রহমান সোহাগ

শ্রেণীকক্ষ সংকট, আবাসন সংকট ও পরিবহন সংকটসহ নানাবিধ সমস্যার মধ্যেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) চালু হচ্ছে নতুন তিনটি বিভাগ। আগামী ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষেই লোকপ্রশাসন, চারুকলা ও গ্রাফিক্স এবং সংগীত ও নাট্যকলা বিভাগ খোলা হবে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে শীঘ্রই লোকপ্রশাসন বিভাগের যাত্রা শুরু হচ্ছে। চলতি মাসেই বিভাগটিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। এছাড়া চারুকলা ও গ্রাফিক্স এবং সংগীত ও নাট্যকলা নামে আলাদা দুটি বিভাগ চালুর জন্য ৫৫তম সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিভাগ দুটি খোলার অনুমতি চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র নিশ্চিত করেছে।

সূত্রে আরও জানা গেছে, লোকপ্রশাসন বিভাগ চালুর জন্য সব ধরনের প্রক্রিয়া এরই মধ্যেই সম্পন্ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চলতি মাসেই শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে বলে জানা গেছে। দ্রুত কাজ সম্পন্ন হলে লোকপ্রশাসনের মতো এই দুই বিভাগেও আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা সম্ভব হবে।

তবে বিষয়টি আনন্দদায়ক হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে নতুন তিনটি বিভাগ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সংকট নিরসন না করে নতুন বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি বলে জানিয়েছেন। তারা আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগে শ্রেণীকক্ষ সংকটে নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা নেই। নেই পর্যাপ্ত পরিবহন সুবিধাও। এ অবস্থায় নতুন বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত না। যা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশন জটসহ আরও নতুন নতুন সমস্যার দিকে ঠেলে দেবে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান দৈনিক সংবাদকে বলেন, লোকপ্রশাসন বিভাগ দ্রুতই চালু হচ্ছে। পাশাপাশি আমরা ইউজিসিকে দরখাস্ত দিয়েছি বাকি দুটি বিভাগ চালুর জন্য। আশা করছি, আগামী শিক্ষাবর্ষেই আমরা একসঙ্গে নতুন তিনটি বিভাগের যাত্রা শুরু করতে পারব।

উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ২২টি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের। পরে নতুন আরও ৬টি বিভাগ চালু হয়। নতুন চালু হওয়া ৬টি বিভাগের ৫টির জায়গা হয় নতুন ভবনের ৪তলায়। বিভাগ ৫টিতে শ্রেণীকক্ষ সংকট এমন চরমে যে অন্য বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় করে ক্লাস নিয়েও সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। ক্লাসের জন্য মাত্র একটি কক্ষ বরাদ্দ পাওয়া গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ক্লাস হচ্ছে নিউজ ল্যাবে। অন্য বিভাগগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাঠামোর কক্ষ বিভক্ত করে নতুন কক্ষ তৈরি করেও সংকট নিরসন করতে পারছে না। বিভাগ ৫টিতে শিক্ষকদের কক্ষ সংকটও তীব্র। অধিকাংশ শিক্ষকেরই নিজস্ব কক্ষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ বিভাগই এ রকম শ্রেণীকক্ষ সংকটসহ নানা সমস্যায় রয়েছে।

তবে এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জানিয়ে উপাচার্য বলেন, ১৭ জুলাই সমরবারের মতো নতুন ভবনের দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আশা করছি, এবার ভালো ঠিকাদার পাওয়া যাবে। তাহলেই ভবনটি ১৫তলা করা হবে। পর্যায়ক্রমে তা পূর্বপরিকল্পিত ২০তলায় রূপান্তরিত করা হবে। এতে অন্তত শ্রেণীকক্ষ সংকট দূর হবে।